দৈনিক বাংলা 194

তারিখ 26 JUL 1992
পৃষ্ঠা 7 কলাম 9

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে বন্দুক যুদ্ধ ঃ শত শত লোক আটকা পড়েছিল

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ঃ ঢাকা কলেজের একটি ছাত্রাবাসের নিয়ন্ত্রণ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর ছাত্রলীগের প্রতিদ্বন্দ্বী গ্রুপ দুটি শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেড় ঘন্টাব্যাপী বন্দুক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

ছাত্রলীগের মন্টু সমর্থক গ্রুপটি সকাল দশটায় এক সশস্ত্র অভিযানের মাধ্যমে ঢাকা কলেজের আন্তর্জাতিক ছাত্রবাস দখল করে নেয়। এ সময় ছাত্রবাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রলীগ (ম-ই) কর্মীদের সঙ্গে তাদের গোলাগুলি হয়।

এ সংঘর্ষের জের ধরে সকাল সাড়ে এগারটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুদলের মধ্যে প্রচন্ড গোলাগুলি শুরু হয়। জহরুল হক হল ও সলিমুল্লাহ হলের ছাদে অবস্থান নিয়ে সশস্ত্র তরুণারা দেড় ঘন্টা ধরে পরস্পরের দিকে শতাধিক রাউন্ড গুলি ছোড়ে। গোলাগুলির সময় আশপাশে অবস্থানরত পুলিশের ভূমিকা ছিল যথারীতি নিষ্ক্রিয় দর্শকের। পুলিশের সামনেই স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রধারী তরুণরা হলের ছাদে উঠে গোলাগুলিতে অংশ নেয়। গোলাগুলিতে কোন হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

গোলাগুরির সময় দেড় ঘন্টা ধরে সলিমুল্লাহ হল ও জহরুল হক হলের ছাত্ররা হল থেকে বেরুতে বা হলে ঢুকতে পারেনি। ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীতে আগত

(৭-এর পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

শতাধিক ব্যক্তি গোলাগুলিতে আটকা পড়েন। দুর্ঘটনার আশংকায় ব্রিটিশ কাউন্সিল কর্তৃপক্ষ লাইব্রেরীর গেট বন্ধ করে দেন এবং সবাইকে লাইব্রেরীর ভেতরে অবস্থানের পরামর্শ দেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরীর অবস্থান সলিমুল্লাহ হল ও জহরুল হক হলের মাঝামাঝি জায়গায়। দুপুর একটায় গোলাগুলি থামার পর লাইব্রেরীর গেট খুলে দেয়া হয়।

গোলাগুলির সময় পার্শ্ববর্তী উদয়ন স্কুলে আতংক ছড়িয়ে পড়ে। উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের এ সময় স্কুল গেটে তাদের ছেলেমেয়েদের নিরাপদে বাসায় ফিরিয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করতে দেখা যায়।

দুপুর একটায় গোলাগুলি থেমে যাওয়ার পরও দুটি হলেই তীব্র উত্তেজনা বিরাজ করছিল।

বিবদমান দুপক্ষই পরবর্তী আক্রমণ মোকাবিলার জন্য নিজ নিজ হলে সশস্ত্র কর্মীদের সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় রেখেছে। অস্ত্রধারী তরুণদের হল গেটে সার্বক্ষণিক প্রহরায় নিয়োজিত রাখা হয়েছে।

ঢাকা কলেজ ছাত্র সংসদের ভিপি মীর নেওয়াজ আলী ও জিএস আওয়াল খান এক বিবৃতিতে কলেজ প্রাঙ্গণে 'মুজিববাদী' ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের গোলাগুলির তীব্র নিন্দা করেছেন।

ছাত্রলীগ (ম-ই) সভাপতি মইনুদ্দিন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহিম এক যুক্ত বিবৃতিতে ঢাকা কলেজের ছাত্রাবাস বহিরাগত সন্ত্রাসীরা দখল নেয়ার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

তারা সন্ত্রাসীদের কবল থেকে ছাত্রাবাসকে মুক্ত করার জন্য সরকারের নিকট দাবীজানান।